

মামলুকাতুল্লাহ  
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৯

(১)এসব কথা বলা শেষ করে হযরত ইসা আ. গালিল ছেড়ে জর্দান নদীর ওপারে ইহুদিয়ায় গেলেন। (২)হাজার হাজার মানুষ তাঁর পেছনে পেছনে চললো আর তিনি সেখানে তাদের সুস্থ করলেন। (৩)কয়েকজন ফরিসি এসে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, “যে-কোনো কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়া কি শরিয়ত-সম্মত?” (৪)উত্তরে তিনি বললেন, “আপনারা কি পড়েননি, প্রথমে যিনি তাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি ‘তাদের পুরুষ ও মহিলা করে সৃষ্টি করেছিলেন,’ এবং বলেছিলেন-

(৫)‘এজন্যই মানুষ তার বাবা-মাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সাথে যুক্ত হবে আর তারা দু’জন একদেহ হবে।’ (৬)সুতরাং তারা আর দুই নয় কিন্তু একদেহ। এজন্য আল্লাহ যা যুক্ত করেছেন, মানুষ তা আলাদা না করুক।”

(৭)তারা তাঁকে বললেন, “তাহলে হযরত মুসা আ. কেনো আমাদেরকে তালাকনামা দিয়ে স্ত্রীকে তালাক দেবার হুকুম দিয়েছেন?” (৮)তিনি তাদের বললেন, “আপনাদের হৃদয় খুব কঠিন বলেই স্ত্রীকে তালাক দিতে হযরত মুসা আ. আপনাদের অনুমতি দিয়েছেন। (৯)কিন্তু প্রথম থেকে এমনটি ছিলো না। আমি আপনাদের বলছি, যে কেউ জিনার অপরাধ ছাড়া অন্য কোনো কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং অন্যকে বিয়ে করে, সে জিনা করে।” (১০)সাহাবিরা তাঁকে বললেন, “স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি এরকমই হয়, তাহলে তো বিয়ে না করাই ভালো।”

(১১)তিনি তাদের বললেন, “সকলে একথা মেনে নিতে পারে না; কেবল যাদের সে-ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তারাই পারে।

(১২)এমন খোজারা আছে, যারা জন্ম থেকেই এমন। আবার এমন খোজারা আছে, মানুষ যাদের খোজা করেছে। আবার এমন খোজারাও আছে, যারা বেহেস্তি রাজ্যের জন্য নিজেদের খোজা করে রেখেছে। একথা যে মানতে পারে, সে মানুষ।”

(১৩)অতঃপর শিশুদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো, যেনো তিনি তাদের মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন। কিন্তু যারা তাদের নিয়ে এসেছিলো, হাওয়ারিরা তাদের তিরস্কার করতে লাগলেন। (১৪)কিন্তু হযরত ইসা আ. বললেন, “শিশুদেরকে আমার কাছে আসতে দাও, বাধা দিয়ো না; কারণ বেহেস্তি রাজ্য এদের মতো লোকদেরই।” (১৫)এবং তিনি তাদের মাথার ওপর হাত রেখে সেখান থেকে চলে গেলেন।

(১৬)অতঃপর কোনো এক লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “হুজুর, বেহেস্তে যেতে হলে আমাকে কোন কোন ভালো কাজ করতে হবে?” (১৭)তিনি তাকে বললেন, “আমাকে ভালোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করছো কেনো? ভালো মাত্র একজনই আছেন। যদি তুমি বেহেস্তে যেতে চাও, তাহলে হুকুমগুলো পালন করো।”

(১৮)তিনি তাঁকে বললেন, “কোন কোন হুকুম?” হযরত ইসা আ. বললেন, “খুন করো না, জিনা করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না, (১৯)বাবা-মাকে সম্মান করো এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো মহব্বত কোরো।”

(২০)যুবকটি তাঁকে বললেন, “আমি এর সবই পালন করে আসছি; আমার আর কী বাকি আছে?”

(২১)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “যদি তুমি খাঁটি হতে চাও, তাহলে যাও, তোমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে গরিবদের দান করে দাও; তাতে তুমি বেহেস্তে ধন পাবে। তারপর এসে আমাকে অনুসরণ কোরো।” (২২)একথা শুনে যুবকটি দুঃখিত হয়ে চলে গেলো, কারণ তার অনেক ধন-সম্পত্তি ছিলো।

(২৩)তখন হযরত ইসা আ. তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ধনীদের পক্ষে বেহেস্তি রাজ্যে ঢোকা কঠিন হবে।

(২৪)আমি তোমাদের আবারো বলছি, ধনীর পক্ষে বেহেস্তি রাজ্যে ঢোকান চেয়ে সুচের ছিদ্র দিয়ে উটের চলে যাওয়া সহজ।” (২৫)একথা শুনে সাহাবিরা আরো অবাক হয়ে বললেন, “তাহলে কে নাজাত পাবে!”

(২৬)হযরত ইসা আ. তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “মানুষের পক্ষে এটি অসম্ভব কিন্তু আল্লাহর পক্ষে সবই সম্ভব।”

(২৭)তখন হযরত সাফওয়ান রা.-পিতর তাঁকে বললেন, “দেখুন, আমরা তো সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার অনুসারী হয়েছি, তাহলে আমরা কী পাবো?”

(২৮)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সবকিছুই যখন আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে, ইবনুল-ইনসান যখন তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরা যারা আমার অনুসারী, তোমরাও বারোটি সিংহাসনে বসে ইস্রাইলের বারো বংশের বিচার করবে।

(২৯)আর যে কেউ আমার নামের জন্য বাড়িঘর, ভাইবোন, বাবামা, ছেলেমেয়ে ও জায়গাজমি ছেড়ে দিয়েছে, সে তার একশো গুণ বেশি পাবে এবং পরকালে জান্নাতবাসী হবে। (৩০)কিন্তু যারা প্রথমে আছে, তাদের মধ্যে অনেকে শেষে পড়বে আর যারা শেষে আছে, তারা প্রথম হবে।